২.১ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯) (**Indian University Commission, 1948-49**) :

ভূমিকা :

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা-কমিশন হল রাধাকৃষ্ণন কমিশন। ১৯৪৮ সালে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে এই কমিশন ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। ড. তারাচাঁদ, ড. জাকির হোসেন, ড. এ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. করমনারায়ণ, ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। এছাড়া এই কমিশনের তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদ সদস্য হল— ড. আর্থার ই মরগ্যান, ড. জেমস এফ ডাফ এবং ড. টি গার্ট। কমিশনের সভাপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নামানুসারে এই কমিশন রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামে পরিচিত।

এই কমিশনের মূল লক্ষ্য হল ভারতীয় উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক উন্নতিসাধন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষক, শিক্ষার মান, ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, মূল্যায়ন, ছাত্র কল্যাণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

Scanned with CamScanner

❖ ২.১.১ উচ্চ-শিক্ষার লক্ষ্য :

স্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এই অবস্থার কথা মনে রেখে রাধাকৃষ্ণন কমিশন উচ্চশিক্ষার যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলি হল—

- **যোগ্য নেতা তৈরি (Leadership Training)** : কমিশনের মতে, উচ্চশিক্ষার একটা বড়ো কাজ হল নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ (Leadership Training)। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি—জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন ভালো নেতা (Good Leader)। উচ্চ শিক্ষার কাজ হল এই ধরনের নেতা তৈরি করা।
- **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** (Cultural Heading) : শিক্ষার একটি কাজ হল জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সঞ্চালন। কমিশনের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতির বৌদ্ধিক ও নৈতিক জ্ঞান (Intellectual and Ethical Heatage of humanity to young) সঞ্চালিত করাই হবে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।
- **চরিত্রের বিকাশসাধন** (Development of Character) : কমিশনের মতে, আমরা একটা সভ্যতা গড়ে তুলতে চাই, একটা ফ্যাক্টরি বা কারখানা নয়, একটি সভ্যতার গঠনের মূল উপাদান হল মানুষ ও মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কাজ হবে দৃঢ় চরিত্রের মানুষ তৈরি করা।
- **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ** (To Develop Democratic Values) : আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা আদর্শ বলে মনে করি। গণতন্ত্রের মূল কথা হল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও সুবিচার (Justice)। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা তথা গণতান্ত্রিক মূল্য বোধ গড়ে তোলা, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তি তথা শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ।
- **জ্ঞানের রাজ্যে অভিযান** (Intellcetual Adventure) : উচ্চশিক্ষার প্রধানতম কাজ হল গবেষণা বা অনুসন্ধান। জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (Field of Study) অভিযান বা অনুসন্ধান (Adventure) চালিয়ে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা উচ্চ শিক্ষার তথা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। এই নতুন জ্ঞান জাতীয় সমস্যার সমাধানে, জাতীয় অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

Scanned with CamScanner

- **বিজ্ঞান কারিগরী ও কৃষি শিক্ষার প্রসার** (To develop the education of Science technology and Agriculture) : বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার প্রভাবে আধুনিক পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চমানের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার ঘটাতে হবে। এর পাশাপাশি কৃষিপ্রধান (৮৫%) ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিবিদ্যা প্রসার ঘটানোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।
- **প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার** (Proper uses of natural and human resource) : জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধির বা অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সম্পদ। সম্পদ সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সমন্বয়ে। তাই প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য যে ধরনের মানব সম্পদ (Human Resource) দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হল তার জোগান দেওয়া।
- **সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি :** উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা, ছাত্র-শিক্ষককে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্য বোধ সৃষ্টি করতে হবে, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই সৌভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হবে। তাই ভারতীয় জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বিশ্ব সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল সত্যগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ফলে দেশেদেশে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠবে।

❖ ২.১.২ সাধারণ শিক্ষা (General Education) :

- কোনো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা Intermediate College-এ ১২ বছরের শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভরতি হতে পারবে।
- সাধারণ কোর্স (Pass Course) ও সাম্মানিক কোর্স (Honours Course) উভয় শ্রেণির জন্য তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স থাকবে। সাধারণ কোর্সের (Pass Course) শিক্ষার্থীরা দুবছর পর ও সাম্মানিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক বছর পর স্নাতকোত্তর (Master Degree) লাভ করবে।

❖ ২.১.৩ বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) :

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা, অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে কোনো পেশা বা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা প্রস্তুত করা। কমিশন এটা উপলব্ধি করে বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই কমিশন

কৃষি শিক্ষাতত্ত্ব, বাণিজ্য, চিকিৎসা বিদ্যা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরিবিদ্যার উপর জোর দিয়েছে। বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হল—

- **কৃষিবিদ্যা :** বৃত্তি শিক্ষার কর্মসূচিতে কৃষি বিদ্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক থেকে শিক্ষার উচ্চস্তর পর্যন্ত কৃষিবিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে কৃষিবিদ্যার কলেজ ও কৃষিবিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য বহুসংখ্যাক কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি খামার গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কাজ আরও প্রসারিত করতে হবে। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে Institute of Agriculture স্থাপিত হবে। এখানে দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি নীতি নিয়ে গবেষণা হবে। যারা কৃষি ও কৃষকের জীবনের সঙ্গে জড়িত তাদের উপর কৃষিশিক্ষা গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হবে।

- **আইন শিক্ষা :** আইন শিক্ষার কলেজগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে। আইন বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। আইন শাখায় ভরতি হতে হলে অবশ্যই তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স পাস করতে হবে। আইন শিক্ষাকালীন কোনো শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স পড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। আইন বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য কোনো অভিজ্ঞ সিনিয়র উকিলের অধীনে এক বছর কাজ করতে হবে।

- **বাণিজ্য :** বিকম পাশের পর ছাত্রদের বাণিজ্যের কতকগুলি শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এম.কম পাশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা হবে মূলত ব্যবহারিক (Practical), বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের ফার্মে (Farm) হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ দিতে হবে।

- **শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষণ :** পাঠ্য বিষয় হিসেবে শিক্ষাতত্ত্ব (Education) এবং সেইসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কমিশন স্বীকার করেছে। কমিশন শিক্ষাতত্ত্বকে স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। কমিশন শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষক শিক্ষণের কর্মসূচিকে বাস্তবোচিত করার কথা বলেছে। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচিকে আরও নমনীয় করা প্রয়োজন এবং স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচলিত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো বিষয় তুলে দেওয়া আবার কোনো নতুন বিষয়ের সংযোজন করা প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে শ্রেণি-শিক্ষণ (Practice Teaching)-এর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

- **ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা :** ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে রয়েছে সেগুলির উন্নয়নসাধন প্রয়োজন। উন্নত ধরনের আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে হবে, গবেষণার জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। শিক্ষার্থীরা যাতে কারখানায় হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- **চিকিৎসাবিদ্যা :** চিকিৎসাবিদ্যার কলেজগুলিতে ১০০ জনের বেশি ছাত্র ভরতি করা যাবে না। প্রতি ছাত্র পিছু কমপক্ষে ১০ জন রোগীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে। গ্রামীণ কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ও নার্সিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। নির্বাচিত কিছু কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক করতে হবে।

❖ ২.১.৪ শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Education) :

বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষে এক বড়ো প্রশ্ন হল শিক্ষার মাধ্যম কী হবে? বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের বক্তব্য হল—"আঞ্চলিক ভাষা উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, তবে কোনো কোনো বিষয় পড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করলে যুক্ত রাষ্ট্রীয় ভাষা (হিন্দি) মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারে" উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে (সংস্কৃতবাদে) অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত কমিশন একটি ত্রি-ভাষা নীতির সুপারিশ করে। এই তিনটি ভাষা হল— মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা (সর্বভারতীয় ভাষা) হিন্দি এবং ইংরেজি। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা শিক্ষার জন্য অবিলম্বে পরিভাষা প্রস্তুতির কাজ শুরু করার সুপারিশও কমিশন করেছিল। সর্বভারতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধির জন্য বোর্ড গঠন করা হবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখতে হবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সর্বভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইংরেজি শেখানো হবে।

❖ ২.১.৫ পরীক্ষা পদ্ধতি (Evaluation System) :

প্রচলতি পরীক্ষা পদ্ধতির কুফল সম্পর্কে কমিশন সচেতন ছিল। কমিশন প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে কমিশন মন্তব্য করে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য যদি আমাদের একটি মাত্র সুপারিশ করতে হয় তবে সেটা হবে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির

Scanned with CamScanner

সংস্কার ("If we are to suggest one single reform in university education, it should be that of examinations.") কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছে—

- সরকারি উচ্চ পদে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে না। এজন্য নিয়োগ কর্তারা বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। ফলে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা ত্রুটি দূর করা যাবে।
- পরীক্ষা রচনাধর্মী (Essay Type) না করে যতটা সম্ভব বস্তুধর্মী (Objective Type) করে তুলতে হবে।
- বছরে একটা পরীক্ষা না করে সারা শিক্ষাবর্ষ ধরে শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়নের জন্য একাধিক পরীক্ষার প্রবর্তন করলে ভালো হবে।
- কমিশন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। মোট নম্বরের ⅓ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিষয় সম্পর্কে সমস্ত কাজ করানো হবে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। এই সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করা হবে।
- প্রচলিত শিক্ষানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবছর পড়বার পর একটি মাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি দেওয়া হত। কমিশনের মতে একটিমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে তিন বছরের অধীত বিদ্যার বিচার করা ঠিক নয়। এতে অনাবশ্যকভাবে শিক্ষার্থীর মনে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। তিন বছরে একটি মাত্র পরীক্ষা না নিয়ে, তিন বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হবে। তিনটি পরীক্ষার জন্য সমগ্র পাঠ্য বিষয়কে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এককে (Unit) ভাগ করে নিয়েই পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। একটি বিষয়ে অন্তত: পাঁচ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন না।
- গ্রেস মার্ক বা অনুগ্রহ নম্বর দানের প্রথা একেবারেই তুলে দিতে হবে।
- ধারাবাহিক পরীক্ষায় ক্রেডিট দেওয়ার রীতি চালু করতে হবে। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণির স্থান পেতে গেলে ৭০%, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫৫% ও তৃতীয় শ্রেণিতে ৪০% নম্বর পেতে হবে।
- স্নাতকোত্তর ও বৃত্তিগত পরীক্ষার ক্ষেত্রেই মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।
- প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্থায়ী পরীক্ষক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংস্থার সদস্য হবেন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ। নতুন প্রশ্নপত্র কীভাবে তৈরি করতে হবে সে-ব্যাপারে এই সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের নির্দেশ দেবে।

Scanned with CamScanner

- প্রথম ডিগ্রি লাভের জন্য শিক্ষাকাল হবে তিনবছর ও তৎপরবর্তী ডিগ্রির জন্য শিক্ষাকাল হবে দু-বছর।

❖ ২.১.৬ ধর্মশিক্ষা (Education of Religion) :

ভারতবর্ষ হল বহুধর্মের দেশ, কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে ভারতে ধর্মশিক্ষা ছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত হতে পারে না। স্বাধীন ভারত এক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্র, ভারতীয় সংবিধানের এই নীতিকে আশ্রয় করে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ধর্ম-শিক্ষার জন্য নানা সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশগুলি হল—

- বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা কিছুক্ষণ নীরব ধ্যান বা নীরব প্রার্থনা (Silent Prayre) করবে। এই প্রার্থনার ফলে শিক্ষার্থীদের চিত্ত সংযত হয় এবং শিক্ষার্থীদের আত্মিক উন্নতি হবে।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মসংস্কারকদের জীবনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাঁদের শিক্ষার মূলনীতিগুলি ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করতে হবে।
- মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব আশ্রয় করে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের জীবনী (বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ) আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ সমূহ থেকে সার্বজনীন আবেদনপূর্ণ বাণী আলোচিত হবে। তৃতীয় বছরে ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion) পাঠের ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে।

❖ ২.১.৭ নারীশিক্ষা (Women Education) :

এই কমিশনে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা সুপারিশ করা হয়। এগুলি হল—

১। নারীশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে এবং কো-এডুকেশন কলেজগুলিতে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। মেয়েদের এবং ছেলেদের শিক্ষাক্রম প্রায় একইরকম হবে।

৩। শিক্ষা কর্মসূচিতে যাতে নারীরা যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

Scanned with CamScanner

৫। নারী ও পুরুষদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি বিষয় সাদৃশ্য থাকলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। সমাজে নাগরিক ও নারী হিসেবে তাদের কর্তব্যবোধ জাগরিত করে সমাজে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। কো-এডুকেশনাল কলেজগুলিতে ছাত্রীরা যাতে সৌজন্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের উপযুক্ত শিক্ষা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৮। Home Economics ও Home Management প্রভৃতি বিষয় তারা যাতে পড়ে, সেসম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেওয়া হবে।

৯। শিক্ষিকারা একই প্রকার কাজের জন্য শিক্ষকদের সমান হারে বেতন পাবেন।

১০। সমাজে নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

❖ ২.১.৮ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) :

সর্ব প্রথম রাধাকৃষ্ণন কমিশনে গ্রামে উচ্চশিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (১৯৪৮-১৯৪৯)। ভারতবর্ষের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক বাস করে গ্রামে। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে কটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে সবকটিই শহরাঞ্চলে। ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের শহরে যেতে হয়। তাই রাধাকৃষ্ণন কমিশন গ্রামের অগণিত মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামে বসবাস করেই বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপটি হল—

- ➤ প্রাথমিক স্তরে আট বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা (৬-১৪)
- ➤ পরবর্তী তিনবছর উত্তর বুনিয়াদি ও মাধ্যমিক শিক্ষা (১৫-১৭)
- ➤ পরবর্তী তিন বছরের কলেজীয় শিক্ষা (১৮-২০)
- ➤ তারপর উত্তর কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (২১-২২)

❑ প্রাথমিক স্তর :

কমিশন প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেনি। কারণ বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে সরকার ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

❑ মাধ্যমিক শিক্ষা :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হবে আবাসিক (Residential)। প্রতিটি আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩০-৩৬ একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে। এই জমিতে বিদ্যালয় গৃহ, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ,

Scanned with CamScanner

খেলার মাঠ, শিল্প শিক্ষার ঘর ও কারখানা, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণ ক্ষেত্র ও উদ্যানের ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়টি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে থাকবে যাতে গ্রামের চারপাশ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়ে ১৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না। বিদ্যালয়ে ৫০% সময় তাত্ত্বিক আলোচনা ও বাকি ৫০% ভাগ সময় হাতে-কলমে কাজ করার ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত বিদ্যালয় এলাকাটি একটি আদর্শ পল্লীর মতো সুপরিকল্পিত হবে। মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

❑ **কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা :**

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে শিক্ষার্থীরা গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আবাসিক স্নাতক স্তরের কলেজ গড়ে উঠবে, বৃত্তাকারে অবস্থিত কলেজগুলির কেন্দ্রে থাকবে একটি করে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে গ্রামীণ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে উচ্চশিক্ষার বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি কলেজে ৩০০-এর বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২,৫০০-এর বেশি হবে না। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাত্ত্বিক বা বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের বিষয়চর্চার ব্যবস্থা থাকবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শন, ভাষা ও সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, দেহ বিজ্ঞান (Physiology), অর্থশাস্ত্র, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয় চর্চা করা হবে। পাঠক্রমে গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। সমগ্র দেশজুড়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কলেজ গড়ে উঠবে। এইসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা জন্য পরিচালন সমিতি থাকবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মসূচি বা কর্মপন্থা স্থির করবার সুযোগ থাকবে।

সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাক্-স্নাতক মহাবিদ্যালয়গুলির অনুমোদনের ভার থাকবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।
- বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে পরিপূর্ণ ভাবে আবাসিক
- গ্রামীণ সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচিত হবে।
- গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিষয় অবলম্বন গবেষণা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।
- গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহায্যে স্থানীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের তথ্যাদি সংগৃহীত হবে।

Scanned with CamScanner

❖ ২.১.৯ শিক্ষক (Teachers) :

শিক্ষার মূল রূপকার হলেন শিক্ষক। ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করবেন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা। তাদের মননশীলতার দ্বারা জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হবে। তাঁদের প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকদের চরিত্র, যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। কমিশনের মতে, "The teachers are the corner stone of the arch of education, he is no less if not more than books are curricula, building and equipment, administration and the rest." অর্থাৎ শিক্ষক হলেন শিক্ষার স্তম্ভ স্বরূপ। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অধ্যাপনার মান বাড়াতে হলে অধ্যাপকদের যোগ্যতার বিচার করে তাঁদের নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে কমিশন প্রফেসর, রিডার, লেকচারার ও ইনস্ট্রাকটর এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেন। এছাড়া কয়েকজন গবেষক (Research Fellow) থাকবেন।

- অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ অধ্যাপনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবেন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের সঙ্গে বক্তৃতার উপকরণ সংগ্রহ করে বিষয়বস্তুর যথাযথ ভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।
- শিক্ষক-শিক্ষিকা গবেষণায়রত থাকবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার কাজে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষকদের পদোন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের উপর।
- প্রত্যেক শিক্ষক ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবেন, যোগ্য শিক্ষকেরা কর্মক্ষম থাকলে তাদের কার্যকাল ৬৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে।
- শিক্ষকদের চাকুরির শর্তাবলি (Service Condition), প্রভিডেন্ট ফান্ড, কাজ করার সময় ছুটি প্রভৃতি স্থির করে দিতে হবে।

❖ ২.১.১০ ছাত্র কল্যাণ (Student Welfare) :

- ছাত্রদের কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে।
- ছাত্রদের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে।
- বছরে অন্তত একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে।
- প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের NCC ইউনিট থাকবে।

Scanned with CamScanner

❖ ২.১.১১ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন (Administration of University) :

- বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় তালিকাভুক্ত (Concurrent list) করতে হবে।
- নিছক অনুমোদন প্রদানকারী কোনো বিশ্ববিদ্যালয় (Affiliating type) থাকবে না।
- সরকারি কলেজগুলিকে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি কলেজরূপে (Constituent) রূপান্তরিত করতে হবে।
- অনুমোদিত কলেজগুলি (Affiliated College) যাতে সংঘবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Federal Unit) পরিণত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আর্থিক সংস্থান, জাতীয় নীতির রূপায়ণ, সুদক্ষ পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজকর্মের প্রতি লক্ষ রাখবেন।

❑ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ভার থাকবে—

- Visitor (পরিদর্শক)
- Chancellor (আচার্য)
- Vice Chancellor (উপাচার্য)
- Senate or Court
- Executive Council (কার্যনির্বাহী সংসদ)
- Academic Council (শিক্ষাবিষয়ক পরিষদ)
- Faculties (শিক্ষক মণ্ডলী)

❖ ২.১.১২ অর্থসংক্রান্ত সুপারিশ (Financial Recomendation) :

- উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলিকে সরকারি কলেজের সমান অর্থ দিয়ে সাহায্য দিতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের $\frac{1}{3}$ অংশ সরকারকে বহন করতে হবে এবং এজন্য ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে হবে।
- UGC গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অর্থ সাহায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিল্ডিং নির্মাণ, সরঞ্জাম ক্রয়, স্নানাগার উন্নয়ন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, শিক্ষকদের বেতন ও গবেষণার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাহায্য আসবে।
- Seminar, Workshop, Conference etc-এর জন্য সরকারকে অর্থ সাহায্য করতে হবে।

Scanned with CamScanner

❖ ২.১.১৩ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্থাপন (Foundation of University Grant Commission) :

১৯৫৪ সালে সার্জেন্ট পরিকল্পনার সুপারিশ অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিটি স্থাপিত হয়। এর প্রধান কাজ ছিল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধান করা। রাধাকৃষ্ণন কমিশন সুপারিশ করে যে গ্রেট ব্রিটেনের U.G.C.-এর অনুকরণে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন** (University Grant Commission) প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৫ সালে পার্লামেন্টের এক আইনের বলে কমিশন আইন অনুসারে গঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই কমিশনের প্রধান কাজ হল স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা।

❖ ২.১.১৪ উচ্চশিক্ষার মান (Standard of Higher Education) :

কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলির অন্যতম ছিল শিক্ষার মান উন্নয়ন। কমিশনের মতে, শিক্ষার ও পরীক্ষা ব্যবস্থার উচ্চতর মান রক্ষাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন, এই সুপারিশগুলি হল—

- মোট ১২ বছরের বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে ভরতি হতে পারবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড় কমানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেন একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে না যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কোনো ভাবেই ৩০০০-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কোনো প্রকারেই ১৫০০-এর বেশি হওয়া উচিত হবে না।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ প্রার্থীর যোগ্যতার একটা ন্যূনতম মান সর্বদা রক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দরজা সকলের জন্য খোলা রাখলে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হবে নির্বাচনধর্মী (Higher Selective), তবে দেখতে হবে যে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ছাত্রছাত্রী যেন দারিদ্রের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার যেন সুসজ্জিত থাকে। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা যেন পূরণ করতে পারে। পর্যাপ্ত বই ও উপকরণ পাঠাগারে ও পরীক্ষাগারে থাকবে। গ্রন্থাগারে পড়ার সুব্যবস্থা থাকবে।

Scanned with CamScanner